কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৮ ❑ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ❑ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ ❑ ১৭ পৌষ-১৫ ফাল্গুন ❑ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৬ হিজরি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ রুহুল আমিন খান
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ ওসমান ভুইয়া
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ মজিবর রহমান
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান
সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

সহযোগিতায়
মেহেদী হাসান, গ্রন্থাগারিক

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই প্রাণের ভাষাটিকে আমরা রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি শাসকরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে চায়নি, উর্দুকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে ওরা আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালি ছাত্র-জনতা এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমদ প্রমুখ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। এতে শাসকদের ভিত নড়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলন হচ্ছে বাঙালি জাতীয় চেতনার ভিত্তিবীজ। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই দিবসটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশে পালিত হয়। সর্বক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহারের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সরকার এ বছরও নানা উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানিয়ে পালন করেছে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)তেও গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে যথাযথ মার্যাদায় দিবসটি পালিত হয়েছে। এদিন বিএডিসি'র কৃষি ভবন, সেচ ভবন, বীজ ভবন এবং বিএডিসি'র আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং সূর্যাস্তের পর জাতীয় পতাকা নামানো হয়। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার পাশাপাশি দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন করা মহান ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা। আমাদের জাতীয় জীবনে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'র ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা সর্বদা চির জাগ্রত থাকুক।

ভেতরের পাতায়.....

কৃষিখাতে বাস্তবমুখী ও প্রায়োগিক গবেষণা বাড়াতে হবে - কৃষি উপদেষ্টা.....০৩
কৃষি বিষয়ক তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে- কৃষি উপদেষ্টা.....০৪
গবেষণার ফলাফল কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে- কৃষি উপদেষ্টা.....০৫
ডিএপি সার আমদানির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিএডিসি এবং চীন এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত.....০৬
পাট বীজের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান.....০৭
বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত.....০৮
বিএডিসিতে পার্টনার প্রকল্পের ইনসেপশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত.....০৯
'চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের ১০
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর সফলতা এবং অগ্রগতি:.....১২
পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্পের কার্যক্রম:.....১৪
আগামী দুই মাসের কৃষি.....১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

কৃষিখাতে বাস্তবমুখী ও প্রায়োগিক গবেষণা বাড়াতে হবে - কৃষি উপদেষ্টা

কৃষি উপদেষ্টা লেফট্যানেন্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, কৃষিখাতে বাস্তবমুখী ও প্রায়োগিক গবেষণা বাড়াতে হবে।

উপদেষ্টা গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে রাজধানীর খামার বাড়িস্থ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল পরিদর্শন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, কৃষিখাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার ক্ষেত্রকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। এ কাজে কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে। সকল গবেষণার ফলাফল কৃষকের কাছে পৌঁছলে কৃষক উপকৃত হবে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে নিজস্ব সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এ বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ করতে হবে।

খামার বাড়িস্থ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল পরিদর্শন উপলক্ষ্যেআয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি উপদেষ্টা লেফট্যানেন্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

সারের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হ্রাস প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, প্রয়োজনের অধিক সার ব্যবহার জমির উর্বরতা হ্রাস করছে। সারের ভর্তুকিতে সরকারের ও প্রচুর অর্থের জোগান দিতে হয়।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে উপদেষ্টা কৃষির সাফল্যের কথা তুলে ধরে বলেন, দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ভালো হয়েছে। বোরো মৌসুমে ফলন আশানুরূপ হলে চালের সংকট হবে না। আলু ও পেঁয়াজেরও ভালো ফলন হয়েছে, দাম ও হ্রাস পেয়েছে।

উপদেষ্টা বলেন, কৃষকদের চাষাবাদ টেকসই করতে সার, বীজ, চাষ উপযুক্ততা, ফসল বহুমুখীকরণসহ যাবতীয় তথ্য সম্বলিত অ্যাপস 'খামারী' চালু করা হচ্ছে। শীঘ্রই সব্জি ও ফল সংরক্ষণের জন্য ছোট ছোট সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হবে।

রমজানে যাতে দ্রব্যমূল্য না বাড়ে এ বিষয়ে সরকার সজাগ থাকবে। চাঁদাবাজি দাম বাড়ার পেছনে অন্যতম কারণ, এ বিষয়ে সরকার কঠোর অবস্থানে আছে।

গাজীপুরে বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

গত ২০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে গাজীপুরে বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান। পরিদর্শনকালে মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) ড. মোঃ ইসবাত, মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আবীর হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, আলুবীজ হিমাগার, অধিক বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বীজ বিপণন ও কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং সংশ্লিষ্ট চুক্তিবদ্ধ চাষী/উপকারভোগী চাষীদের সাথে চেয়ারম্যান মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে ২১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাঠপর্যায়ের চলমান কার্যক্রম, অত্র কেন্দ্রে স্থাপিত গবেষণা সেলের জার্মপ্লাজম সেন্টার, বিভিন্ন ফসলের মাতৃবাগান, হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন এবং উদ্যান জাতীয় ফসলের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে চেয়ারম্যান বিএডিসি আম-১ জাতের একটি চারা উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে রোপন করেন।

গাজীপুরে বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

কৃষি বিষয়ক তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে- কৃষি উপদেষ্টা

রাজধানীর খামারবাড়িস্থ কৃষি তথ্য সার্ভিস পরিদর্শন উপলক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিস মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, কৃষি বিষয়ক তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পেলে কৃষক উপকৃত হবে ও উৎপাদন বাড়বে।

উপদেষ্টা গত ২২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে রাজধানীর খামারবাড়িস্থ কৃষি তথ্য সার্ভিস পরিদর্শন উপলক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিস মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে উপদেষ্টা বলেন, কৃষি আমাদের প্রাণ। কৃষিই আমাদেরকে বাঁচায়ে রাখে। স্বাধীনতার সময় আমাদের জনসংখ্যা ছিলো সাড়ে সাত কোটি, সে সময় যে পরিমাণ কৃষি জমি ছিলো এখন কিন্তু কমে গেছে, এখন জনসংখ্যা প্রায় আঠারো কোটি হয়ে গেছে। কৃষক ও কৃষিবিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীরা পরিশ্রম করে এ বিশাল জনগণের খাদ্য চাহিদা যোগান দিচ্ছে। কৃষকদের যে কোন সমস্যার কথা বেশি করে তুলে ধরার জন্য তিনি সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা আমাদের উপকার করে। আমরা তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে পারি। কৃষির উপর ভালো খবর ও সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করার উপর উপদেষ্টা গুরুত্বারোপ করেন।

চালের মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, যে পরিমাণ ধান ক্রয় করার কথা সে পরিমাণ এখনও সংগ্রহ হচ্ছে না। ধানের দাম আমরা গত বছরের চেয়ে কেজি প্রতি তিন টাকা বাড়িয়ে দিয়েছি। মোটা চালের দাম কিছুটা কমেছে, চিকন চালের দাম বাড়তি আছে। চালের দাম হ্রাসে সরকার সচেষ্ট আছে।

দিনের অপর কর্মসূচিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পরিদর্শনকালে উপদেষ্টা সাম্প্রতিক সংকটের সময় সজীর ওএমএস কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। কৃষক যাতে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্যে পায় সে বিষয়ে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য কৃষি বিপণন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন।

পরিদর্শনকালে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি'তে নেতৃত্ব বিষয়ক ইন-হাউস প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ১৩ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেমিনার হলে দুই দিন ব্যাপী নেতৃত্ব বিষয়ক ইন-হাউস প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করা হয়। নেতৃত্ব বিষয়ক ইন-হাউস প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (অর্থ) ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ওসমান ভুইয়া। এ সময় সংস্থার সচিব ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান এবং যুগ্মপরিচালক (নিওক) জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃত্ব বিষয়ক ইন-হাউস প্রশিক্ষণে "নেতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী" বিষয়ে রিসোর্স পার্সন হিসেবে বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব জনাব মল্লিক সাঈদ মাহবুব। প্রশিক্ষণে বিএডিসি'র সদর দপ্তরের মহাব্যবস্থাপক থেকে যুগ্মপরিচালক পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইন-হাউস প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে বক্তব্য রাখছেন অতিরিক্ত সচিব (অব.) জনাব মল্লিক সাঈদ মাহবুব

গবেষণার ফলাফল কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে- কৃষি উপদেষ্টা

ফার্মগেটস্থ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর নবনির্মিত মৃত্তিকা ভবন উদ্বোধনের পর মোনাজাত করছেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, কৃষিখাতের অগ্রগতি টিকিয়ে রাখতে গবেষণার বিকল্প নাই। গুণগত গবেষণা করে ফলাফল কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

উপদেষ্টা গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে রাজধানীর ফার্মগেটস্থ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর নবনির্মিত মৃত্তিকা ভবন উদ্বোধন ও পরিদর্শন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

উপদেষ্টা বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প নেওয়ার সময় কৃষি জমি রক্ষার বিষয়ে ভাবতে হবে। কোনভাবেই যেন স্থাপনা নির্মাণ করতে গিয়ে কৃষি জমি নষ্ট না হয়।

উপদেষ্টা কৃষিখাতের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, স্বাধীনতার পর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কৃষিখাতই সবেচেয়ে সফল। জমি আর বাড়বে না কিন্তু জনসংখ্যা বাড়তেই থাকবে, তাই কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে।

উপদেষ্টা বলেন, আমাদের তেল, ডাল, ছোলা প্রভৃতি আমদানি করতে হয়। দেশে উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানি কমাতে হবে। কৃষক যে ফসলে লাভ বেশি পান সে ফসল চাষ করেন। অপ্রচলিত কিন্তু প্রয়োজনীয় এসব ফসল চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপদেষ্টা পার্বত্য এলাকায় ফলজ গাছ লাগানের উপর জোর দিয়ে বলেন, বনায়নের সাথে সাথে ফলজ গাছও লাগাতে হবে।

বাজারে সবজির দাম প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, যখন মৌসুম থাকেনা ও এক মৌসুম থেকে অন্য মৌসুম গ্যাপে ট্রানজিট সময়ে সবজির বাজার চড়া থাকে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণে শাক সবজি ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প ধারণক্ষমতাসম্পন্ন হিমাগার তৈরি করা হচ্ছে।

উপদেষ্টা কৃষিখাতের অবদানের তুলনায় স্বীকৃতি ও পুরস্কার কম উল্লেখ করে বলেন, কৃষি ও কৃষকের কথা বলতে হবে, এ খাতকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

এর আগে উপদেষ্টা নব নির্মিত মৃত্তিকা ভবনের উদ্বোধন করেন।

দিনাজপুরে মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ ও বালাই ব্যবস্থাপনা শীর্ষক অংশীজন প্রশিক্ষণ

দিনাজপুরে 'মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ ও বালাই ব্যবস্থাপনা 'শীর্ষক "অংশীজন প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৫ জানুয়ারি) দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান।

বিএডিসির মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আবীর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিএডিসি আলু বীজ এর উপপরিচালক জনাব আবু জাফর মোঃ নেয়ামতউল্লাহ, আদর্শ কৃষক জনাব মতিউর রহমান, বীজ ডিলার জনাব আহসান হাবীবসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। বিএডিসি-দিনাজপুর হিমাগার নশিপুরের ব্যবস্থাপনায় ও মানসম্মত বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্পের আয়োজনে দিনব্যাপী এ অংশীজন প্রশিক্ষণে শতাধিক আলু চাষী ও বীজ ডিলার অংশ নেয়।

এর আগে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বীরগঞ্জ, কাহারোল ও সদর উপজেলার বিভিন্ন গম ও আলু ক্ষেত সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

"অংশীজন প্রশিক্ষণ" প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

ডিএপি সার আমদানির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিএডিসি এবং চীন এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান এবং Banyan গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার লি জিন

চলতি বছরেও দেশের কৃষকের নিকট নন-ইউরিয়া সারের সুষম সরবরাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সকল ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের জন্য ৪.৪০ লক্ষ মে.টন মানসম্পন্ন ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) সার আমদানির লক্ষ্যে বিএডিসি এবং চায়না কোম্পানি Banyan International Training Ltd এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গত ১০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে চীনের FUJIAN প্রদেশের রাজধানী FUZHOU তে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান এবং Banyan গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার লি জিন এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি সম্পাদনকালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদিত চুক্তির আওতায় নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে প্রতি মে.টন সারের মূল্য পূর্বের তুলনায় ২.০০ ডলার হ্রাস পেয়েছে। এতে করে সরকারের রাজস্ব খাতে প্রায় ১১.০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

ডোমারে নতুন নতুন জাতের বীজআলু উৎপাদনে রেকর্ড

বাংলাদেশের একমাত্র সর্ববৃহৎ নীলফামারীর ডোমার বিএডিসি ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামারে যান্ত্রিকরণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গুনগতমানের নতুন-নতুন জাতের বীজ আলু উৎপাদনে রেকর্ড করেন। ডোমার ভিত্তি বীজআলু উৎপাদন খামারটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি খামার। বর্তমানে খামারের আওতায় চলমান বীজ উৎপাদন কার্যক্রমে পটেটো প্লান্টার দ্বারা বীজআলু রোপণ করে পটেটো ডিগার/হার্ভেস্টার দ্বারা বীজ আলু সংগ্রহ শেষে পটেটো গ্রেডার মেশিন দ্বারা বীজ আলু যথাক্রমে গ্রেডিং করে হিমাগারে রাখা হয়। চলতি উৎপাদন মৌসুমে বিভিন্ন জাতের মোট ৪০৫ একর জমিতে বীজআলু চাষ করা হয়। নীলফামারীর ডোমার খামার ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন করে সারাদেশে কৃষকদের বীজ আলুর চাহিদা মিটাচ্ছে এবং কৃষকরাও অধিক ফলন পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

চলতি মৌসুমে বিভিন্ন জাতের প্লান্টলেট হতে মিনিটিউবার, মিনি টিউবার হতে প্রাকভিত্তি, প্রাক ভিত্তি হতে ভিত্তি। এছাড়া বিএডিসি'র ১৬টি নতুন জাতের বীজ আলুর কর্মসূচি রয়েছে। বাংলাদেশের একমাত্র সর্ববৃহৎ নীলফামারীর ডোমার বিএডিসি ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামার দীর্ঘদিন থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নতুন-নতুন জাতের বীজ আলু উৎপাদন করে সারাদেশে কৃষকদের মাঝে বীজ আলু সরবরাহ করে আসছে।

ডোমার ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামারের উপপরিচালক জনাব আবু তালেব মিঞা বলেন, ডোমার ভিত্তি বীজআলু উৎপাদন খামারে ৪০৫ একর জমিতে মিনি টিউবার ব্রিডার, ভিত্তি বীজআলু প্রায় ২০ লক্ষ প্লান্টলেট ৩২টি জাতের মিনিটিউবার উৎপাদন করা হচ্ছে। পাশাপাশি এবছর ২৪টি জাতের প্রাকভিত্তি, ব্রিডার বীজ উৎপাদিত হচ্ছে। পাশাপাশি এখানে যে বীজ উৎপাদিত হবে তার পরিমান প্রায় ২২শ' থেকে ২৩শ' মেট্রিকটন। এ খামারটি হলো একটি গুরুত্বপুর্ণ খামার এখানে আমরা ৩ ধরনের আলু জাত নিয়ে কাজ করছি। একটি হলো খাবার উপযোগী জাত যে গুলোতে একক পরিমান জমিতে অধিক ফলন হবে।

সংকলিত:
দৈনিক ইনকিলাব
১১ মার্চ ২০২৫

পাট বীজের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কার্যক্রম পরিদর্শন করে চলছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান। এরই ধারাবাহিকতায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান এবার রাজশাহী অঞ্চলের চাঁপাইনবাবগঞ্জে পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পাটবীজ বিভাগের মাধ্যমে গত ২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে আয়োজিত কৃষক ও ডিলার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে চেয়ারম্যান বলেন, পাট বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী ভালো মানের পাটবীজ উৎপাদনে বিএডিসি'র বিদ্যমান কার্যক্রমকে আরও ত্বরান্বিত করতে হবে। একইসঙ্গে বিদেশি পাটবীজের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় পাটবীজ ব্যবহারে কৃষকগণকে উৎসাহিত করতে হবে। তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষকগণকে পাটের আবাদ বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানান।

রাজশাহী অঞ্চলের চাঁপাইনবাবগঞ্জে পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বিএডিসি'র খামারে সূর্যমুখী দেখতে ভিড়

মেহেরপুরে বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন খামারটিতে সূর্যমুখীর চাষ হচ্ছে। প্রতিবছর অন্তত এক হাজার হেক্টর জমিতে চাষের জন্য বীজ উৎপাদন হচ্ছে। বার্ষিক উৎপাদিত বীজের মূল্য কোটি টাকা। সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে ষষ্টবারের মতো বীজের জন্য সূর্যমুখীর চাষ হয়েছে জেলার আমঝুপি বীজ উৎপাদন খামারের নিজস্ব ২১ বিঘা জমিতে। ফুলে ভরে গেছে খামারের জমি। সেখানে প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই হাজার নারী পুরুষ ভিড় করছে ফুলের বাগানে ছবি তুলতে।

জানা গেছে, ভোজ্য তেলের চাহিদা মেটাতে মেহেরপুরের আমঝুপি বীজ উৎপাদন খামারে সূর্যমুখী চাষ প্রকল্প হাতে নিয়ে ছয় বছর ধরে চাষ করছে। সারাদেশে এই চাষ ছড়িয়ে দিতে অনেকটা সফল হয়েছে। গত কয়েকবছর ধরে প্রতিবছর কোটি টাকার বীজ উৎপাদন হচ্ছে।

সরেমজিনে দেখা গেছে, ওইখানে বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ টিকটকে ব্যস্ত। মেহেরপুর, চুয়াডঙ্গাসহ আশপাশের জেলার মানুষ ছুটে আসছে সূর্যমুখীর ফুলের বাগানে। আসছে বিভিন্ন বয়সের অগণিত নারী-পুরুষ। সরকারি কর্মকর্তারাও পরিবার-পরিজন নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন অবসরে। সকলেরই উদ্দেশ্য ফুলের বাগানে নিজেকে ধরে রাখতে ছবি তুলতে। কেউ যেন ফুল না ছেড়ে সেজন্য সেখানে অতিরিক্ত লোকবলও নিয়োগ করতে হয়েছে খামার কর্তৃপক্ষকে। এখন বীজ খামারে তুলতে পারবে কিনা এই নিয়ে শঙ্কিত খামারের কর্মকর্তারা। কারণ ফুলেই পাওয়া যায় বীজ।

খামারের কেয়ারটেকার আমিরুল ইসলাম জানান, ফুল ফোটার পর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। খামারের মূল গেটে তালা লাগানোর পর প্রাচীর টপকে মানুষ ভেতরে প্রবেশ করছে। বাধ্য হয়ে গেট খুলে দিয়ে লাঠি হাতে জমির মধ্যে আসা প্রতিরোধ করতে হচ্ছে। তিনি আরও জানান, একধরনের বর্ষজীবী সূর্যমুখী। গত পাঁচ বছর ধরে খামারে বীজের জন্য সূর্যমুখীর চাষ হচ্ছে।

খামারের সহকারি পরিচালক ইকবাল হোসেন জানান, গত কয়েক বছর ধরে খামারে সূর্যমুখীর বীজ উৎপাদন করা হয়। সারা দেশে ব্যাপকহারে সূর্যমুখীর চাষ ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এবার দুই টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে আবাদ করা হলেও যখন ফুল ফোটে তখন দর্শনার্থীরা ভীড় করে। সাত একর জমিতে অন্তত কোটি টাকার বীজ উৎপাদন হবে বলেও এই কর্মকর্তা জানান।

সংকলিত:
দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরুর পূর্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রাজধানীর মিরপুরস্থ বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। গত ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে মিরপুরে বিএডিসি স্টাফ কোয়ার্টারের মাঠে এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসির সচিব ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ মঞ্জুর আলম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, লেখাপড়া ও খেলাধুলা একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, ভাষা আন্দোলন হতে শুরু করে অদ্যাবধি প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকা অগ্রগণ্য ও অনস্বীকার্য। গত জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার বিপ্লবেও মূল কারিগর ছিল ছাত্ররা। তিনি উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, এই ইতিহাসকে তোমাদেরকে অন্তরে গেঁথে রেখে সুষ্ঠু দেশ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় নিয়োজিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন। বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় ঢাকা শহর তথা মিরপুর এলাকার একটি স্বনামধন্য স্কুলে পরিণত হবে সে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক ডিসপ্লেতে শহীদ মিনারের দৃশ্য

সকাল ৮.০০ টায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। বিএডিসির চেয়ারম্যান বেলুন উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। সহকারী থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জনাব এম সাইফুর রহমান জুয়েল, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও অবিভাবকবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীসহ বিএডিসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন বিএডিসি'র সচিব ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান।

প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন একজন শিক্ষার্থী

ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক ডিসপ্লেতে কানামাছি খেলার দৃশ্য

বিএডিসিতে পার্টনার প্রকল্পের ইনসেপশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিএডিসি'র কৃষি ভবনের সেমিনার হলে GAP Protocol Adoption, Seed Entrepreneurship Development and Community Seed Bank, Accreditation Lab & Research Lab Functioning শীর্ষক ইনসেপশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান।

সংস্থার সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মজিবর রহমান এর সভাপতিত্বে কর্মশালয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ ওসমান ভূঁইয়া, সংস্থার সচিব ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্টনার প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর ড. মোঃ মিজানুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, পার্টনার প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। বিএডিসি অঙ্গের কাজগুলো আমাদের সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদেরকে কাজের মাধ্যমে কৃষকের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। পার্টনার প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষকের জন্য কাজ করতে হবে। নিজের বিবেককে কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্টনার প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর ড. মোঃ মিজানুর রহমান

বিএডিসিতে জিয়া পরিষদের কমিটি গঠিত

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-তে জিয়া পরিষদের কমিটি গঠিত হয়েছে।

বিএডিসিতে কর্মরত যুগ্মনিয়ন্ত্রক (অডিট) জনাব মোঃ আল আমিনকে সভাপতি এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিমাঞ্চল) জনাব খান ফয়সল আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে জিয়া পরিষদের স্থায়ী কমিটির মহাসচিব অধ্যাপক ড. মো. এমতাজ হোসেন দুই বছরের জন্য এ কমিটি অনুমোদন করেন।

মোঃ আল আমিন
সভাপতি

খান ফয়সল আহমদ
সাধারণ সম্পাদক

‘চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে

মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি, চট্টগ্রাম

‘চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ‘চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পটি ০১ জুলাই, ২০২৩ থেকে ৩০ জুন, ২০২৮ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়িত হবে।

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় পুনঃখননকৃত জুলধা খাল

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য:

- খাল পুনঃখনন ও সেচযন্ত্র সরবরাহ, আর্টেসিয়ান ও ডাগওয়েল স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ৭৩,৭৯৫ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর ৪,০৫,৮৭২.৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- কৃষি যন্ত্রপাতি ও পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষক/কৃষাণীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

লক্ষ্যমাত্রা:

৫২৫ কি.মি. সেচ ও নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন, ২৩৫ টি এলএলপি পাম্প স্থাপন, ১২০ টি সোলার পাম্প স্থাপন, ৫০ টি ডাগওয়েল নির্মাণ, ৫০০ টি আর্টেসিয়ান ওয়েল স্থাপন, ৫২৯০০০ মিটার ব্যারিড পাইপ নির্মাণ, ৩০ কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ এবং ৯৮০ টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম বিভাগের নিম্নে বর্ণিত ০২টি জেলার ২৫টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০১. চট্টগ্রাম মহানগর, ০২. হাটহাজারী, ০৩. ফটিকছড়ি, ০৪. রাউজান, ০৫. রাঙ্গুনিয়া ০৬. সন্দীপ, ০৭. মীরসরাই, ০৮. সীতাকুন্ড, ০৯. কর্নফুলী, ১০. বোয়ালখালী, ১১. পটিয়া, ১২. চন্দনাইশ, ১৩. লোহাগাড়া, ১৪. সাতকানিয়া, ১৫. আনোয়ারা, ১৬. বাঁশখালী।
	কক্সবাজার	০১. কক্সবাজার সদর, ০২. ঈদগাও, ০৩. রামু, ০৪. উখিয়া, ০৫. চকরিয়া, ০৬. পেকুয়া, ০৭. টেকনাফ, ০৮. মহেশখালী, ০৯. কুতুবদিয়া।
বিভাগ-১টি	জেলা- ২টি	উপজেলা- ২৫টি।

কক্সবাজারের ঈদগাও উপজেলায় বিদ্যুৎচালিত এলএলপি স্কিমের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা

কক্সবাজারের রামু উপজেলায় নির্মিত মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	ভৌত পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১।	১,২,৫-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক মটরচালিত এলএলপি ও আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়	২৩৫ সেট
২।	১.৫ কিউসেক সৌরচালিত পাম্প সেট ক্রয়	১২০ সেট
৩।	১,১.৫,২,৫-কিউসেক পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	৪৫৫ সেট
৪।	আর্টেসিয়ান নলকূপের খনন ও কমিশনিং মালামাল ক্রয় (গড়ে ২০০ মিটার)	৫০০ টি
৫।	রাবার কটন হুস পাইপ ক্রয় (প্রতিটি ১০০ মিটার)	১৮৩০ সেট
৬।	অনাবাসিক ভবন (ইউনিট অফিস)	২ টি
৭।	খাল পুনঃখনন	৫২৫ কিঃমিঃ
৮।	জলাধার/পুকুর পুনঃ খনন (পাড় বাঁধাই ও বৃক্ষরোপনসহ) ৬০০০ ঘনমিটার	৫০ টি
৯।	ডাগওয়েল নির্মাণ (সৌরশক্তিচালিত পাম্পসহ)	৫০ টি
১০।	ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ (প্রতি কিলোমিটারে গড়ে ২০,০০০ ঘনমিটার)	৩০ কিমি
১১।	বড়/মধ্যম/ছোট আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও পাইপ কালভার্ট/ওয়াটার পাস নির্মাণ	৯৮০ সেট
১২।	১,১.৫,২,৫-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ইউপিভিসি ব্যারিড পাইপ নির্মাণ	৩৫৫ টি
১৩।	৫, ২,১, ১.৫-কিউসেক এলএলপি ও সোলার পাম্পের জন্য পাম্প হাউস নির্মাণ	২৭০ টি

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিতব্য প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

ক্র: নং	খাতের নাম	ভৌত
(১)	(২)	(৩)
০১।	১,২,৫-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক মটর চালিত এলএলপি ও আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়	৯৩ সেট
০২।	১.৫ কিউসেক সৌরচালিত পাম্প সেট ক্রয়	৩৭ সেট
০৩।	১,১.৫,২,৫-কিউসেক পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	১৮৫ সেট
০৪।	আর্টেসিয়ান নলকূপের মালামাল ক্রয় (গড়ে ২০০ মিটার)	১৬০ সেট
০৫।	রাবার কটন হুস পাইপ ক্রয় (প্রতিটি ১০০ মিটার)	৭০০ সেট
০৬।	অনাবাসিক ভবন (ইউনিট অফিস)	১ টি
০৭।	খাল পুনঃখনন (১০০০০ ঘনমিটার/কি.মি.)	১৭৫ কিঃমিঃ
০৮।	জলাধার/পুকুর পুন: খনন (পাড় বাঁধাই ও বৃক্ষরোপনসহ) ৬০০০ ঘনমিটার	১০ টি
০৯।	ডাগওয়েল নির্মাণ (সৌরশক্তি চালিত পাম্পসহ)	১০ টি
১০।	ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ (প্রতি কিলোমিটারে গড়ে ২০,০০০ ঘনমিটার)	৫ কিঃমিঃ
১১।	আর্টেসিয়ান নলকূপের খনন ও কমিশনিং	১৫০ টি
১২।	বড়/মধ্যম/ছোট আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও পাইপ কালভার্ট/ওয়াটার পাস নির্মাণ	১৮০ টি
১৩।	১,১.৫,২,৫-কিউসেক বৈদ্যুতিক এলএলপি স্কীমে ইউপিভিসি ব্যারিড পাইপ নির্মাণ	৯২ টি
১৪।	৫, ২,১, ১.৫-কিউসেক এলএলপি ও সোলার পাম্পের জন্য পাম্প হাউস নির্মাণ	৩০ টি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর সফলতা এবং অগ্রগতি

সৈয়দ সারোয়ার জাহান, প্রকল্প পরিচালক (বাদপূবীখাপ্র), বিএডিসি, ঢাকা

বাংলাদেশ প্রধানত একটি কৃষিভিত্তিক দেশ এবং কৃষিই-এদেশের জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। দেশের উন্নয়নের জন্য কৃষি সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সেক্টর। গুণগত মানসম্পন্ন বীজ কৃষির মুখ্য উপকরণ। শুধুমাত্র মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহারের মাধ্যেমেই ১৫-২০% ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিএডিসি বীজ উৎপাদন ও বিতরণের জন্য ম্যান্ডেট প্রাপ্ত একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। বিএডিসি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিভিন্ন জাত ও শ্রেণির বীজ চাষী পর্যায়ে সহজলভ্য করতে কাজ করছে। বিএডিসির নিজস্ব খামারে উন্নতমানের ভিত্তি শ্রেণির বীজ উৎপাদন করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণের পাশাপাশি বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। বিএডিসি সামগ্রিকভাবে সব ধরনের বীজের চাহিদার ১৩% সরবরাহ করে যা দেশের গুণগত মানসম্পন্ন বীজের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল।

এসডিজি'র আলোকে দেশের টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার বৃদ্ধির বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের জন্য বিএডিসি'র আরও বীজ উৎপাদন খামার প্রয়োজন। কিন্তু বিএডিসি'র ভিত্তি বীজ উৎপাদন খামার দক্ষিণাঞ্চলে খুবই অপ্রতুল। দক্ষিণাঞ্চলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিকল্পনায় কৃষিকে উত্তর হতে দক্ষিণে সফলভাবে স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজন উপকূলীয় এলাকার মাটিতে উৎপাদন উপযোগী বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুযায়ী বিএডিসিকে ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত ২,১০,৭৮৫ মে. টন বীজ উৎপাদন করতে হবে। পাশাপাশি ভিশন ৪১ অনুযায়ী বিএডিসি'র মাধ্যেমে ২০৪১ সাল পর্যন্ত ৩ লক্ষ মে. টন বীজ উৎপাদনে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। তাই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ভিশন ২০৪১ অর্জনের জন্য বিএডিসি'র বিদ্যমান খামারের সাথে নতুন খামার স্থাপন প্রয়োজন।

সরকারের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চালে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায়

প্রকল্প এলাকায় ধান চাষ কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় চাষির সূর্যমুখীর মাঠ প্রদর্শনী

বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে একনেকে পাশ হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় খামার স্থাপনের জন্য ৬২৬.৩৯ একর জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে। আনুমানিক ৫০-৫৫ বছর পূর্বে ছোট ফেনী নদী ও বামনী নদীর মোহনায় প্রকল্প এলাকার চরগুলো সৃষ্টি হয়েছে এবং ৪-৫ কি.মি. অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করে মূল ভূখন্ডের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ছোট ফেনী নদীর মোহনায় স্লুইস গেট ও ক্লোজার বাঁধ নির্মিত হওয়ায় পত্তনকৃত চরের জমিগুলো লোনা পানি ও ভাঙ্গনমুক্ত। সোনাগাজী উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের অভিমতের ভিত্তিতে উল্লিখিত চরগুলোতে বিএডিসি একটি বীজ বর্ধন খামার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উপজেলা ভূমি অফিস সূত্রে প্রাপ্ত ম্যাপ অনুযায়ী, দক্ষিণ চর দরবেশ মৌজার ৩৩০.১৭ একর ও পশ্চিম চর দরবেশ মৌজার ২৯৬.২২ একর সর্বমোট ৬২৬.৩৯ একর ভূমি খামারে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।

প্রস্তাবিত চর এলাকার জমিগুলো মোটামুটি সমতল এবং পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে সামান্য ঢালু। চরের জমিগুলোর মাটি দোআঁশ ও এঁটেল-দোআঁশ প্রকৃতির এবং জৈব পদার্থের মাত্রা ২.০৬ হতে ২.৩৩%। উক্ত চরের মাটির লবণাক্ততা ০.৫৯ হতে ২.০২ ডিএস/মি.। চরের জমিগুলো প্রধানত আমন মৌসুমে আবাদ হয় এবং অন্যান্য সব মৌসুমে পতিত থাকে। প্রস্তাবিত খামারটির মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় উৎপাদন উপযোগী বিভিন্ন ফসলের লবণাক্ততা ও অন্যান্য প্রতিকূলতাসহিষ্ণু উচ্চফলনশীল জাত ও জনপ্রিয় স্থানীয় জাতের বীজ উৎপাদনের পরিকল্পনা আছে। এই খামারে উৎপাদিত মানসম্পন্ন ভাল বীজ দ্বারা অতিরিক্ত এলাকা আবাদের আওতায় আনা সম্ভব হবে। এতে অব্যবহৃত ও সীমিতভাবে ব্যবহৃত পতিত জমিগুলোতে আবাদ সম্প্রসারণ হবে এবং অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন হবে যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি স্থানীয় পুরুষ ও মহিলা উভয় শ্রেণির জন্য কাজের

সুযোগ সৃষ্টি হবে। অধিকন্তু, চাষিদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পটির মাধ্যমে একফসলি জমি কৃষির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে তিন ফসলি জমিতে পরিণত হবে। এই খামারে আউশ, আমন, বোরো ধানসহ আলু এবং ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন করা হবে। এর পাশাপাশি এই খামারে একটি উদ্যান ইউনিট থাকবে এবং কৃষির অন্যান্য সাব সেক্টর যেমন মৎস্য চাষ, পশু পালনসহ ইকোডাইভারসিটির এক মেলবন্ধন তৈরি করা হবে যা হবে সর্বোচ্চ পরিবেশ বান্ধব।

এমতাবস্থায়, টেকসই কৃষি উন্নয়নের স্বার্থে জনবান্ধব এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়া জরুরী।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য :

- দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও উপকূলীয় মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উপকূলীয় ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার চরাঞ্চলে ৫৭২.২৬ একর আয়তন বিশিষ্ট বীজ বর্ধন খামার স্থাপন;
- খামারের চরাঞ্চলের ভূমিকে সবুজ সার ও অন্যান্য জৈব সার প্রয়োগ করে শস্য বিন্যাস (Cropping Intensit) বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে ধান ও অন্যান্য ফসলের প্রতিকূলতাসহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল জাত ও জনপ্রিয় স্থানীয় জাতের বিশুদ্ধকৃত ২৪২৭ মে. টন বীজ উৎপাদন ;
- খামারে বীজ উৎপাদনের জন্য ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্লান্টার, গভীর ও অগভীর নলকূপ, এলএলপিসহ চাষাবাদ, ফসল কর্তন মাড়াই, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র, বীজ শোধন যন্ত্র, ড্রায়ার মেশিন, সেলাই মেশিনসহ বিভিন্ন আইটেমের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ;
- খামারে সানিং ফ্লোর, থ্রেসিং ফ্লোর, ইনপুট স্টোর, ইমপ্লিমেন্ট শেড, বীজ সংরক্ষণাগার, ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ এবং;
- দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পতিত জমিকে আবাদের আওতায় অনুভূমিকভাবে (Horizontally) ও মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার উল্লম্বভাবে (Vertically) বৃদ্ধিকরণ এবং ৫৮৫ টি মাঠ প্রদর্শনী (Field Demonstration) স্থাপন ও ৫০০ জন কৃষক ও বীজ ডিলার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফসল আবাদ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের সর্বশেষ অগ্রগতি: প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ইতোমধ্য জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সকল আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শেষে শীঘ্রই প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৪ ধারা নোটিশ জারী হবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

ক্র: নং	কার্যক্রমের নাম	ভৌত পরিমাণ
০১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	৬২৬.৩৯ একর
০২	ভূমি উন্নয়ন (গর্ত ও নিচু জায়গা উঁচু ও সমতলকরণ)	১,৭০,০০০ ঘন মিটার
০৩	ব্যারিড পাইপ স্থাপন	৩০,০০০ বর্গ মিটার
০৪	খামার সংলগ্ন বসতি এলাকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৫,২৫০ মিটার দৈর্ঘ্য
০৫	পাকা রাস্তা নির্মাণ	২১,৪৬০ বর্গ মিটার
০৬	হেরিং বোন রাস্তা নির্মাণ	১১,৬০০ বর্গ মিটার
০৭	বীজ গুদাম নির্মাণ	১,০০০ বর্গ মিটার
০৮	সেচের জন্য খাল খনন	১২ কি. মি
০৯	অফিস ভবন নির্মাণ	১,৩৯২ বর্গ মিটার
১০	সানিং ফ্লোর নির্মাণ (আরসিসি)	৪৮০০ বর্গ মিটার

পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্পের কার্যক্রম

মোঃ মাহবুব আলম, প্রকল্প পরিচালক, পলিশেড প্রকল্প, বিএডিসি

প্রকল্পের নাম : পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প।
উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
প্রকল্পের সর্বশেষ বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৪ হতে জুন ২০২৮

প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা			
খুলনা	খুলনা	১. দিঘলীয়া	২. তেরখাদা		
	যশোর	১. যশোর সদর	২. ঝিকরগাছা	৩. বাঘারপাড়া	৪. চৌগাছা
	ঝিনাইদহ	১. কালিগঞ্জ	২. কোটচাঁদপুর	৩. শৈলকুপা	
	মেহেরপুর	১. মেহেরপুর সদর	২. মুজিবনগর		
	চুয়াডাঙ্গা	১. জীবননগর	২. আলমডাঙ্গা		
	কুষ্টিয়া	১. কুষ্টিয়া সদর	২. দৌলতপুর		
রাজশাহী	বগুড়া	১. বগুড়া সদর	২. শিবগঞ্জ		
রংপুর	ঠাকুরগাঁও	১. বালিয়াডাঙ্গী			
	দিনাজপুর	১. দিনাজপুর সদর	২. নবাবগঞ্জ	৩. হাকিমপুর	৪. বিরামপুর
	রংপুর	১. পীরগঞ্জ	২. রংপুর সদর	৩. মিঠাপুকুর	
ঢাকা	টাঙ্গাইল	১. ধনবাড়ী	২. মধুপুর	৩. ভুয়াপুর	
	নরসিংদী	১. নরসিংদী সদর	২. বেলাবো	৩. শিবপুর	
	গোপালগঞ্জ	১. টুঙ্গিপাড়া			
	ঢাকা	১. সাভার			
	গাজীপুর	১. গাজীপুর সদর	২. শ্রীপুর		
	কিশোরগঞ্জ	১. কিশোরগঞ্জ সদর			
ময়মনসিংহ	জামালাপুর	১. বকসিগঞ্জ	২. মেলান্দাহ		
	নেত্রকোনা	১. বারহাট্টা			
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১. মিরসরাই	২. হাটহাজারী		
	কুমিল্লা	১. বুড়িচং	২. চান্দিনা	৩. মেঘনা	
	ফেনী	১. ফেনী সদর			
বিভাগ ৬টি	জেলা ২১টি	উপজেলা ৪৫টি			

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি ও পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে বছরে প্রায় ২৪২০৪.৫৫ মে.টন খাদ্য শস্য, ৩২৬২.৫০ মে.টন ফল ও ২২৫.০০ লক্ষ টি ফুল উৎপাদন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, স্মার্ট ক্লাইমেট টেকনোলজি ব্যবহার ও সৌরশক্তিচালিত পাম্পের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার;
- প্রকল্প এলাকায় ১৩৫০ জন কৃষক/কৃষাণীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়তা;

যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন চুড়ামনকাটি ইউনিয়নের আবুদলপুর-১ পলিশেড

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ :

ক্রমিক নং	কার্যক্রেমের নাম	ভৌত পরিমাণ
১.	ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ (প্রতিটি ১৩৩৫ বর্গমিটার)	১৩৫টি
২.	স্প্রিংকলার সেচ স্থাপন ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ (২০০ ফুট ইউপিসি বোরিং পাইপ ও ২০ ফিল্টারসহ)	৫০টি
৩.	২" ইঞ্চি ফিতা পাইপ ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ (প্রতিটি ১০০মিটার)	৪৭০টি
৪.	১ কিউসেক বিদুৎ চালিত পাম্প স্থাপন এর বোরিং পাইপ ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ	১০০টি
৫.	১ কিউসেক সৌর চালিত পাম্প স্থাপন এর বোরিং পাইপ ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ	১০০টি
৬.	১ কিউসেক পাম্প এর ব্যারিড পাইপ স্থাপন (২০০ মি:মি: ইউ পিভিসি পাইপ সরবরাহ প্রতিটি ৬০০ মিটার)	২০০টি
৭.	সবজি, ফল ও ফুল প্যাকেজিং প্রযুক্তি (পিভিসি বাসকেট, পেপার কার্টুন, ফ্লাওয়ার ক্যাপ, এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল আনুষঙ্গিক)	৪৫০০০০টি
৮.	এয়ার কুলিং সারকুলেশন ফ্যান সরবরাহ ও ওয়ারিং সহ সেটিং	৮১০টি
৯.	গদখালীতে নির্মাণকৃত সবজি, ফল ও ফুল সংরক্ষণাগারে কুলিং ইকুইপমেন্ট সরবরাহ	১টি
১০.	১ কিউসেক বিদুৎ চালিত পাম্প ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ	১০০টি
১১.	১ কিউসেক সৌর চালিত পাম্প , ইনভার্টার , কন্ট্রোলার. অ্যাপস ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ	১০০টি
১২.	২০০ মাইক্রো ইউভি পলিসহ আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ ও সেটিং (প্রতিটি ২২০০ বর্গমিটার)	১৩৫টি
১৩.	৫০% শেড নেটসহ আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ ও সেটিং (প্রতিটি ৯০০ বর্গমিটার)	১৩৫টি
১৪.	সোলার পাম্প মনিটরিং নেটওয়ার্ক ডিভাইস স্থাপন ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ	১টি
১৫.	মর্ডাণ সেন্সর বেজ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ	৫টি
১৬.	ওয়াটার পাসিং/কনডুইট নির্মাণ	১২৫টি
১৭.	১ কিউসেক সৌর শক্তি পাম্পসেট স্থাপন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ	১০০টি
১৮.	সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদনের সেচ ব্যবস্থাপনায় মিষ্ট ইরিগেশন স্থাপন	১৩৫টি
১৯.	বৃষ্টি পানি হারভেসটিং ও পলি হাউজের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো	১৩৫টি
২০.	ওয়াটার ডিসট্রিবিউশন লাইন ও ফসেট নির্মাণ (প্রতিটি-৬০০ মিটার)	৩৫টি
২১.	১ কিউসেক পাম্প এর ব্যারিড পাইপ স্থাপন (প্রতিটি ৬০০ মিটার)	২০০টি
২২.	ডাগওয়েল নির্মাণ	৩৫টি
২৩.	২ হর্স পাওয়ার পাম্প স্থাপন (বোরিং অন্যান্য সরঞ্জামাদি সহ)	৫০টি
২৪.	১ কিউসেক বিদুৎ চালিত পাম্পসেট স্থাপন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ	১০০টি
২৫.	প্রেসার পাম্পসহ ও স্থাপন	১৫০টি
২৬.	সবজি, ফল ও ফুল শেড নির্মাণ (পলি হাউজ) (প্রতিটি ১০০৮ বর্গমিটার)	১৩৫টি
২৭.	এসেম্বল সেন্টার ওয়াশিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং হাউজ ও মার্কেটসহ (প্রতিটি-৫০০০ বর্গফুট)	৬টি
২৮.	১ কিউসেক বিদুৎ লাইন স্থাপন ও ট্রান্সফরমার ক্রয় সহ	১০০টি
২৯.	১ কিউসেক সৌর শক্তি পাম্পসেট এর সৌর প্যানেলসহ অবকাঠামো নির্মাণ	১০০টি
৩০.	ডাগওয়েলের জন্য সৌর প্যানেল নির্মাণ ও স্থাপন	৩৫টি

প্রকল্পের আওতায় ফুল, ফল এবং সবজি প্যাকেজিং ও পরিবহন কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় ওয়াটার পাসিং কার্যক্রম

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিতব্য প্রধান কার্যক্রমসমূহ :

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা
		ভৌত পরিমাণ
১.	ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ (প্রতিটি ১৩৩৫ বর্গমিটার)	২৫টি
২.	১ কিউসেক বিদুৎ চালিত পাম্প স্থাপন এর বোরিং পাইপ ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ	২৫টি
৩.	১ কিউসেক সৌর চালিত পাম্প স্থাপন এর বোরিং পাইপ ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ	১০টি
৪.	১ কিউসেক পাম্প এর ব্যারিড পাইপ স্থাপন (২০০ মি:মি: ইউ পিভিসি পাইপ সরবরাহ প্রতিটি ৬০০ মিটার)	৩৪টি
৫.	এয়ার কুলিং সারকুলেশন ফ্যান সরবরাহ ও ওয়ারিং সহ সেটিং	২৪০টি
৬.	১ কিউসেক বিদুৎ চালিত পাম্প ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ	২৫টি
৭.	১ কিউসেক সৌর চালিত পাম্প , ইনভার্টার , কন্ট্রোলার. অ্যাপস ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ	১০টি
৮.	২০০ মাইক্রো ইউভি পলিসহ আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ ও সেটিং (প্রতিটি ২২০০ বর্গমিটার)	১০টি
৯.	৫০% শেড নেটসহ আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ ও সেটিং (প্রতিটি ৯০০ বর্গমিটার)	২০টি
১০.	ওয়াটার পাসিং/কনডুইট নির্মাণ	২০টি
১১.	১ কিউসেক সৌর শক্তি পাম্পসেট স্থাপন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ	১০টি
১২.	সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদনের সেচ ব্যবস্থাপনায় মিষ্ট ইরিগেশন স্থাপন	২০টি
১৩.	বৃষ্টি পানি হারভেসটিং ও পলি হাউজের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো	২০টি
১৪.	ওয়াটার ডিসট্রিবিউশন লাইন ও ফসেট নির্মাণ (প্রতিটি-৬০০ মিটার)	৮টি
১৫.	১ কিউসেক পাম্প এর ব্যারিড পাইপ স্থাপন (প্রতিটি ৬০০ মিটার)	৩০টি
১৬.	ডাগওয়েল নির্মাণ	৮টি
১৭.	১ কিউসেক বিদুৎ চালিত পাম্পসেট স্থাপন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ	১১টি
১৮.	সবজি, ফল ও ফুল শেড নির্মাণ (পলি হাউজ) (প্রতিটি ১০০৮ বর্গমিটার)	২০টি
১৯.	১ কিউসেক বিদুৎ লাইন স্থাপন ও ট্রান্সফরমার ক্রয়	১৫টি
২০.	১ কিউসেক সৌর শক্তি পাম্পসেট এর সৌর প্যানেলসহ অবকাঠামো নির্মাণ	১০টি
২১.	ডাগওয়েলের জন্য সৌর প্যানেল নির্মাণ ও স্থাপন	৮টি

আগামী দুই মাসের কৃষি

চৈত্র মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: সময়মত যারা বোরো ধানের চারা রোপণ করেছেন তারা ইতোমধ্যেই ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ শেষ করেছেন আশা করি। আর যারা শীতের কারণে দেরিতে চারা রোপন করেছেন তাদের জমিতে চারা রোপণের বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষমাত্রা উপরিপ্রয়োগ করে ফেলুন। ধানের জমিতে পাতা মোড়ানো, মাজরা পোকাসহ অন্যান্য পোকা এবং রোগের আক্রমন দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ চাষীর পরামর্শ নিন। নীচু এলাকার জন্য বোনো আউশ বা বোনা আমন বীজ এখনই বপন করতে হবে।

গম: পাকা গম কাটা না হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। লাগসই পদ্ধতি অবলম্বন করে বীজ সংরক্ষণ করুন।

ভুট্টা: পাকা ভুট্টা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ মাসেও চলতে পারে। ভুট্টার গাছ মাঠ থেকে তুলে ভালভাবে শুকিয়ে উন্মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করুন। বন্যামুক্ত এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ভুট্টার চাষ এখনই শুরু করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। হেক্টর প্রতি সারের প্রয়োজন হবে ইউরিয়া ৯০ কেজি, টিএসপি ৫৫ কেজি, এমওপি ৩০ কেজি, জিপসাম ৪০ কেজি, জিংক সালফেট ৪ কেজি। রবি ভুট্টার মতই গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা আবাদ করতে হবে।

পাট: যারা পাট চাষ করবেন তাদের জমি এখনও প্রস্তুত না হয়ে থাকলে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পরপরই আড়াআড়ি ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে নিন। জমিতে ৩-৪ টন গোবর প্রয়োগ করতে পারলে রাসয়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে। যদি গোবর বা অন্যান্য আবর্জনা সারের যোগান নিশ্চিত করা না যায় তাহলে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি, ৯০ কেজি এমওপি, ৪৫ কেজি জিপসাম ও ১০ কেজি জিংক সালফেট দিতে হবে। বীজ বপন করার আগে বীজ শোধন করা জরুরী। এক কেজি বীজে ৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স বা প্রোভেক্স বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করতে হবে। ছত্রাকনাশকের অভাবে বাটা রসুন (১৫০ গ্রাম) এক কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শুকিয়ে বপন করতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৫-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। চাষি ভাই একই জমিতে পাটের পর আমন চাষ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি পাটের বীজ বপন করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাকসবজী: এখনই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজীর বীজ রোপন করতে চাইলে জমি তৈরি, মাদা তৈরিসহ প্রাথমিক সার প্রয়োগ এখনই করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাকসবজীর আগাম নাবি জাত আছে। সুতারং প্রয়োজন মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

বৈশাখ মাসে কৃষিতে করণীয় : মাঠে বোরো ধানের এখন বাড়ন্ত পর্যায়। থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুন বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এ সময়ে বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামী ঘাস ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। তাছাড়া বাদামী দাগ রোগ, ব্লাস্ট রোগসহ অন্যান্য আক্রমণ যথাযথভাবে প্রতিহত করতে না পারলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। বালাইদমনে সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সার ব্যাবস্থাপনা, আন্তপরিচর্যা, আন্তফসল চাষ, মিশ্র চাষ, আলোর ফাঁদ, জৈবদমনসহ লাগসই প্রযুক্তি অবলম্বন করে ফসল রক্ষা করতে হবে। এরপরও যদি আক্রমণের তীব্রতা থেকে যায়, নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক যথাসময়ে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। বোনা আউশ এবং বোনা আমনের জমিতে আগাছা পরিস্কার, প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ, বালাই ব্যাবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাসময়ে নিশ্চিত করতে হবে।

পাট: বৈশাখ মাস তোষা পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। ও-৪ বা ফাল্গুনী তোষা ভালজাত। দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে তোষা পাট ভাল হয়। বীজ বপণের আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। আগে বোনা পাটের জমিতে আগাছা পরিস্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কার্যক্রমও যথাযথভাবে করতে হবে। এ সময়ে পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকার আক্রমণ হতে পারে। সেচ দিয়ে কিংবা মাটির উপযোগী কীটনাশক দিয়ে উড়চুঙ্গা দমন করুন। চেলা পোকার আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে নিতে হবে এবং জমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পোকা ছাড়াও পাটের জমিতে কান্ড পঁচা, শিকর গিট, হলদে সবুজ পাতা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। নিড়ানী আক্রান্ত গাছ বাছাই, বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার করলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

ডাল-তৈল: এ সময় খরিফ-২ এ বোনা মুগ ফসলে ফুল ফোটে। অতি খরায় ও তাপমাত্রায় ফুল ঝরে যায় বলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈশাখের মধ্যেই বাদাম, সয়াবিনও ফেলন ফসল পরিপক্ক হয়ে যায়। পরিপক্ক ফসল মাঠে না রেখে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন। সংগৃহীত ফসল জাঁপ দিয়ে না রেখে মাড়াই করে খুব ভাল করে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ সংরক্ষণ করুণ।

গ্রীষ্মকালীন শাক সবজি : এখন থেকেই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি আবাদ শুরু করতে পারেন। শাক জাতীয় ফসল বুদ্ধি খাটিয়ে আবাদ করলে এক মৌসুমে একাধিকবার করা যায়। চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দল, শসা, করল্লাসহ অন্যান্য সবজির জন্য মাদা তৈরি করতে হবে। ১ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১ হাত চওড়া মাদা তৈরি করে মাদা প্রতি পরিমাণমত জৈব সার/গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি, ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে ৫/৭ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর ২৪ ঘন্টা ভেজানো মানসম্মত সবজি বীজ মাদা প্রতি ৩/৫ টি রোপণ করতে হবে। আগে তৈরিকৃত চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

রাজধানীর মিরপুরস্থ বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০২৫ উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রহুল আমিন খান

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে এডিপি সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রহুল আমিন খান

রাজধানীর মিরপুরস্থ বিএডিসি কর্মচারী আবাসন পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রহুল আমিন খান, সংস্থার সচিব ড. কে, এম, মামুন উজ্জামানসহ অন্যান্যরা

সাভারে কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য যথাযথ সংরক্ষণ, ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও দীর্ঘমেয়াদি বাজার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে "কৃষকের শীতল ঘর" কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)। এ সময় কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান উপস্থিত ছিলেন

নীলফামারীতে বিএডিসি'র ডোমার ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামারে আলুর প্লান্টলেট পরিদর্শন করছেন কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খানসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

নীলফামারীতে বিএডিসি'র ডোমার ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামার পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মজিবর রহমানসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

গাজীপুরে বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে টমেটো বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন , ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।